ইউনিট ৪

রচনামূলক অভীক্ষা

ভূমিকা

পূর্ববর্তী ইউনিটগুলো পড়ে আমরা জেনেছি শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যায়নের মাধ্যমেই আমরা সবাই বিচার করি জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি না। এই মূল্যায়ন কাজের জন্যই আমাদের শিক্ষক হিসেবে উন্নতমানের অভীক্ষা পদ (question item) বা প্রশ্ন তৈরি করা শিখতে হয়। আমরা জানি, গ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা তিন প্রকারের হতে পারে – লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক। আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন আবার দুই প্রকারের হয়, যেমন- রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক। নৈর্ব্যক্তিক এর অবশ্য প্রকারভেদ রয়েছে।

এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আমরা রচনামূলক অভীক্ষা বা প্রশ্নপদ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাব এবং সাথে সাথে হাতে-কলমে উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করতে শিখব।

পাঠ - ১ রচনামূলক অভীক্ষা : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ - ২ রচনামূলক অভীক্ষা : পরিসর ও সীমাবদ্ধতা

পাঠ - ৩ উদ্দেশ্যভিত্তিক উন্নতমানের রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়ন

পাঠ - ৪ রচনামূলক অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন

পাঠ ১ *রচনামূলক অভীক্ষা : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ রচনামূলক অভীক্ষা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ♦ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় রচনামূলক অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করতে পারবেন
- ♦ রচনামূলক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

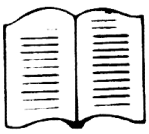

আমরা এই কোর্সের প্রথম ইউনিটে পরিমাপ ও মূল্যায়নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি। শিক্ষক হিসেবে আমরা জানি মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর অগ্রগতির বিবরণ তৈরি ও তা সংরক্ষণ কাজে সহায়তা করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সামার্থ্য ও দক্ষতা বিকাশে ধারাবাহিক ও প্রান্তিক মূল্যায়ন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা জানি যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসারে ছাত্র/ছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়।

এই পরীক্ষা মৌখিক বা লিখিত বা ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্ভব। লিখিত পরীক্ষায় আমরা মোট তিন ধরনের প্রশ্নের সমাবেশ দেখে থাকি –

- নৈর্ব্যক্তিক
- সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
- বিস্তৃত উত্তরমূলক (বা রচনামূলক) প্রশ্ন

যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র/ছাত্রী নিজস্ব চিন্তন শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট দিক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখতে পারে সে ধরনের প্রশ্নসমূহকে আমরা রচনামূলক প্রশ্ন বলতে পারি। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে সঠিক উত্তর লেখার স্বাধীনতা থাকে, আবার যিনি উত্তর পত্রটি মূল্যায়ন করবেন বা নম্বর দেবেন তিনিও নিজ ইচ্ছা ও প্রত্যাশা অনুসারে নম্বর দিতে পারেন। অবশ্য একথাও ঠিক প্রশ্ন প্রণয়ন এবং নম্বর প্রদানের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা এত বেশি যে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে তাদের অগ্রগতি যাচাই করা সময়সাধ্য ও ব্যয়বহুল। তাই রচনামূলক পরীক্ষা গুরুত্ব পায়।

বৈশিষ্ট্য

রচনামূলক প্রশ্নের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তর দানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সনাক্ত করার চেষ্টা করলে যা পাব তা হচ্ছে–

- যত্নের সাথে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা থেকে শুরু করে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারলে রচনামূলক অভীক্ষা উন্নতমানের পরিমাপের যন্ত্র বা tools হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে।
- একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব।
- রচনামূলক প্রশ্নে উত্তরের সীমা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত প্রদান করা সম্ভব। যেমন- বড় বড় শহরে পরিবেশ দূষণের তিনটি মূল কারণ চিহ্নিত কর ও কারণসমূহের ব্যাখ্যা দাও। এক্ষেত্রে রচনামূলক অভীক্ষার গ িনির্দিষ্ট হয়ে যায়।
- রচনামূলক অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের কোন একটি বিষয়ের একটি বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বর্ণনা দেবার, ব্যাখ্যা করার কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে।

বাস্তব উদাহরণ

যদি রচনামূলক অভীক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করি তবে আমরা প্রথমেই লিখব

- এ ধরনের প্রশ্নে উত্তর দানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।

এর পর পর্যায়ক্রমে লিখব

- শিক্ষার্থী তার উত্তরে বর্ণনার নৈপূণ্য এবং উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থী তার বক্তব্যের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে পারে।

আমরা এবার দুই একটি উদাহরণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য বের করার চেষ্টা করব:

আমরা কোন এক শিক্ষা বৎসরের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন হাতে নেই –

সমাজ বিজ্ঞান অংশে একটি ২·৫ নম্বরের প্রশ্ন এরকম

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, *কেড়ে নিয়েছে আবেগ* – এ কথার তাৎপর্য বর্ণনা কর।

বলুনতো এ প্রশ্নের মাধ্যমে কি দেখা হচ্ছে?

শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি বক্তব্যের *তাৎপর্য* বর্ণনা করার ক্ষমতা কতখানি জন্মেছে তাই যাচাই করা হচ্ছে এখানে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ের অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব।

রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সনাক্ত করা সম্ভব।

পূর্বোক্ত প্রশ্নপত্রে আর একটি প্রশ্ন এ রকম ছিল –

শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলা হয় কেন?

শিক্ষা এবং জাতির মেরুদন্ড যে সমার্থক তাই দেখাতে হবে শিক্ষার্থীকে। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীকে দুইটি ধারণার মধ্যে তুলনা করতে বলা হচ্ছে।

এবার ভূগোল অংশের একটি প্রশ্ন দেখি –

এশিয়া মহাদেশের অবস্থান বর্ণনা কর।

এই প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বর্ণনা দেবার ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রশ্নের ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের প্রশ্ন। এখানে শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

এবারে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বা এক বাক্যে লিখে ফেলি –

রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর

- লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ, বর্ণনা, লেখার দক্ষতা, তাৎপর্য নির্ণয় করার কৌশল, বিষয়বস্তুর মধ্যকার পারিস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করার ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে পারেন।

আসুন, পাঠের শেষে আমরা বাংলা বিষয় থেকে একটি প্রশ্ন তৈরি করি –

'আযান' কবিতার ভাবার্থ লিখ।

প্রশ্নটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ে যেতে হবে, কারণ শিক্ষার্থী কবিতাটি নিজে আবৃত্তি করবে, পূর্ববর্তী জ্ঞানের সূত্র ধরে এরপর সে কবিতার পংতিগুলো অন্তর্নিহিত অর্থ তৈরি করবে এবং এই অর্থই হল প্রশ্নটির সঠিত উত্তর।

এই পাঠের শেষে আপনি নিজে উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে দুই একটি রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করুন। আপনার নিজস্ব প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তী টিউটোরিয়াল সেশনে অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে কোনটি করা সম্ভব?
   ক. হাতের কাজের দক্ষতা যাচাই করা যায়
   খ. শিক্ষার্থী দ্রুত উত্তর প্রস্তুত করতে পারে
   গ. শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞান যাচাই করা যায়
   ঘ. শিক্ষার্থী বর্ণনার নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারে

২. ডান দিকের শব্দগুচ্ছ হতে সঠিকটি বাম দিকের বর্ণনার সাথে মিল করুন।

ক. মৌখিক পরীক্ষা	ক. হাতের লেখার প্রয়োজন
খ. লিখিত পরীক্ষা	খ. উচ্চারণ দুষ্টতা যাচাই করতে পারে
গ. ব্যবহারিক পরীক্ষা	গ. সহজে প্রশ্নপত্র তৈরি করা সম্ভব
ঘ. রচনামূলক পরীক্ষা	ঘ. হাতের কাজের দক্ষতা যাচাই করে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রচনামূলক প্রশ্ন কাকে বলে?

২. রচনামূলক প্রশ্নের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে?

৩. কোন সময়ে রচনামূলক অভীক্ষা উন্নতমানের পরিমাপের যন্ত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে?

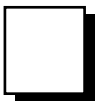

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ,

২। মৌখিক পরীক্ষা – (ক + খ) উচ্চারণ দুষ্টতা সনাক্ত করতে পারে।
লিখিত পরীক্ষা – (খ + ক) হাতের লেখার প্রয়োজন হয়।
ব্যবহারিক পরীক্ষা – (গ + ঘ) হাতের কাজের দক্ষতা যাচাই করে।
রচনামূলক পরীক্ষা – (ঘ + গ) সহজে প্রশ্নপত্র তৈরি করা সম্ভব।

পাঠ ২ *রচনামূলক অভীক্ষা : পরিসর ও সীমাবদ্ধতা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ রচনামূলক অভীক্ষার পরিসর চিহ্নিত করতে পারবেন
- ♦ রচনামূলক অভীক্ষার সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করতে পারবেন।

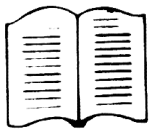

প্রথম পাঠে আমরা দেখলাম রচনামূলক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য কি কি হতে পারে।

এ পাঠে আমরা দেখব এ ধরনের প্রশ্নের পরিসর কতখানি এবং জেনে নেব কি প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশ্নপ্রণয়নকারী ও উত্তরদাতাকে অবহিত হতে হবে। পূর্বে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শুধুমাত্র রচনামূলক প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হত। ১৯৯২ সাল হতে এসএসসি পরীক্ষায় রচনামূলক প্রশ্নের পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ থেকেই আমরা কি সন্দেহ করব যে, রচনামূলক প্রশ্নের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে? নিজেদের পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে এবং এও দেখা গেছে যে মূল্যায়নকারী বা পরীক্ষক ভেদে একই মানের উত্তরপত্রে ভিন্ন ভিন্ন মান দেওয়া হয়।

আসুন, আমরা প্রথমে রচনামূলক প্রশ্নের পরিসর চিহ্নিত করি। নিচে যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলোর কথা উল্লেখ করা হল তার প্রত্যেকটিতে রচনামূলক প্রশ্ন প্রয়োগ করা সম্ভব –

- রচনা
- যুক্তি ও বিচার শক্তির প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- ধারণা গঠন
- তুলনা করা
- কল্পনা শক্তির বিকাশ
- বিমূর্ত চিন্তা

আরো কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলো প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে–

- স্বাধীন চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গী
- আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ
- সাংবাদিকতা
- সাহিত্যধর্মী রচনা ও সমালোচনা

ইত্যাদি।

রচনামূলক প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পেশাগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় তবে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক মোটামুটি অল্প সময়েই প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরি করতে এই একই শিক্ষকের অনেক বেশি সময় লাগবে।

রচনামূলক প্রশ্ন ছাপাতে কম কাগজের প্রয়োজন হয় এবং আর্থিক খরচও কম। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমেক পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বেশি সেখানে সময় ও খরচের কথা অবশ্যই গুরুত্ব পায়।

পরীক্ষার হলে রচনামূলক প্রশ্নের পরীক্ষা পরিচালনা করা তুলনামূলকভাবে সহজ। প্রশ্নপত্রে ছাপার ভুল হলেও সংখ্যায় তা খুব বেশি হয় না।

তবে এ ধরনের প্রশ্নের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন রচনামূলক পরীক্ষার বিশ্বস্ততা খুব কম –

- একটি একাডেমিক বৎসরে যা কিছু পড়ানো হয় তিন ঘন্টার বার্ষিক বা ষান্মাসিক পরীক্ষায় তার খুব অল্প অংশের উপর প্রশ্ন তৈরি করা হয়।
- শিক্ষার্থীর ভাষা জ্ঞান ও লিখিত প্রকাশভঙ্গীর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা ও নিজস্ব প্রয়োগক্ষমতা যাচাই করা হয় না।
- রচনামূলক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতাও কম।
- এ ধরনের পরীক্ষার ব্যবহারোপযোগিতাও যথেষ্ট কম।

ব্যবহারোপযোগিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে EDB 1304 কোর্স বইটি সংগ্রহ করে পড়বেন।

এবারে যদি আমরা এই পাঠের সারাংশ তৈরি করি তবে বলব

- রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করা সহজ এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা সহজ হলেও মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিকতা আনা কঠিন কাজ।
- রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।
- এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কিত ধারণা, বিমূর্ত চিন্তা ক্ষমতা এবং কল্পনা শক্তির বিকাশ পরিমাপ করা সম্ভব।
- রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর হাতের লেখা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রচনামূলক প্রশ্নের পরিসর বর্ণনা করুন।

২. বিদ্যালয়ে আসার পথে তুমি রাস্তায় একজন লোক অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে দেখলে কি করবে? – এ প্রশ্নটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের কোনদিক যাচাই করা সম্ভব?
(সঠিক উত্তর: যুক্তি ও বিচার শক্তির প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

পাঠ ৩ *উদ্দেশ্যভিত্তিক উন্নতমানের রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়ন*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ উদ্দেশ্যভিত্তিক রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়ন করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ♦ সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ♦ ডোমেইন ভিত্তিক রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়ন করতে পারবেন এবং
- ♦ অভীক্ষাপদ প্রস্তুত করার পদক্ষেপ নির্দেশ করতে পারবেন।

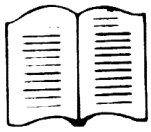

আপনারা দ্বিতীয় ইউনিটের পাঠগুলো পড়ে বুঝেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর আচরণিক অগ্রগতি লক্ষ্য করি এবং জেনেছেন যে, শিখনের পর শিক্ষার্থীদের যে ধরনের পরিবর্তন হতে পারে তা সাধারণত-

- জ্ঞানমূলক
- আবেগিক বা
- মনোপেশীজ

আচরণে প্রকাশ পায় মূল্যায়নের জন্য যে সমস্ত প্রশ্নপত্র আমরা প্রণয়ন করব তাতে এই তিন প্রকার আচরণ যেন সমান গুরুত্ব পায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্য লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূলত জ্ঞানমূলক আচরণ মূল্যায়ন করা সহজ।

আপনারা তৃতীয় ইউনিটে দেখেছেন, সু-অভীক্ষার নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা আবশ্যক –

- যথার্থতা
- নির্ভরযোগ্যতা
- নৈর্ব্যক্তিকতা
- ব্যবহারযোগ্যতা

এই সমস্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে অমরা বলতে পারি,

অভীক্ষা পদ (প্রশ্নমালা) তৈরি করার সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে যে সমস্ত পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত তা হচ্ছে–

- উদ্দেশ্যনির্ভর প্রাথমিক ধারণা গঠন
- পদ প্রস্তুতকরণ
- ট্রাই-আউট
- পদ বিশে- ষণ

- নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মান নির্ণয়
- আদর্শায়ন

এই সমস্ত পদক্ষেপগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দেখা যাচ্ছে, প্রথমেই যে বিশেষ শিক্ষাগত ও মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য অভীক্ষাপদটি তৈরি করবেন যে সম্বন্ধে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা নেবেন। এরপর আপনার শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে অভীক্ষা পদ তৈরি করুন।

সাবধানতা - পদগুলো খোলা বাক্য বা অসম্পূর্ণ না হয়ে প্রশ্ন বা সমস্যার আকারে হলে প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের পরীক্ষার্থীর বুঝতে সুবিধা হবে।

এবার আসুন, আমরা নিজেরা অভীক্ষা পদ (প্রশ্ন) তৈরি করি বা পাঠ্য বইয়ের তৈরি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি। আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ শ্রেণী বেছে নেই।

মনে করুন, আপনি চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) বিষয়ের একটি প্রশ্ন তৈরি করবেন

'শব্দ' অধ্যায় থেকে যদি আপনি প্রশ্ন করতে চান তাহলে দেখুন বই-এ একটি প্রশ্ন রয়েছে –

উচ্চ শব্দ আমাদের দেহে কি কি ক্ষতি করে?

এটি কি আপনার কাছে উন্নতমানের প্রশ্ন বলে মনে হচ্ছে? প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী কি চট করে বুঝতে পারবে শব্দ কিভাবে দেহের ক্ষতি করে?

প্রশ্নটিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য এভাবে লেখা যায় –

অবিরত উচ্চ শব্দ শুনতে থাকলে আমাদের কানের কি ধরনের ক্ষতি হবে?

অবিরত উচ্চ শব্দ শুনতে থাকলে– কথাটির দ্বারা শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে ক্রমাগত শোনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আপনাদের যদি প্রশ্ন করা হয় উপরের প্রশ্নটি জ্ঞানের কোন ক্ষেত্রের, নিশ্চয়ই আপনারা উত্তর দেবেন - জ্ঞানমূলক।

অবশ্য ডাক্তারী শাস্ত্রে ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে দেখান সম্ভব যে উচ্চ শব্দ কানের পর্দার ক্ষতি সাধন করে।

নিচের ছকের মাধ্যমে বাংলা, ইংরেজি, ইসলাম শিক্ষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এবং পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) বিষয় থেকে একটি করে প্রশ্ন তুলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল –

বিষয়	প্রশ্ন	মন্তব্য
গণিত	একটি নৌকায় ৯৭৩টি আম আছে, ঐরূপ ১৮টি নৌকায় কতটি আম আছে?	জ্ঞানমূলক
	আমি একটি সংখ্যা ভাবছি। সংখ্যাটির সাথে ৫ যোগ করলে যোগফল ২০ হয়। সমস্যাটি প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ কর এবং সংখ্যাটি কত তা নির্ণয় কর।	জ্ঞানমূলক ডোমেইনের উপলব্ধি এবং প্রয়োগ পর্যায়ের
বাংলা	কুদরাত-এ-খুদা কে? তিনি কি কি আবিষ্কার করেছিলেন?	জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর
	পুষি কে? পোষা প্রাণীর প্রতি আমাদের কিরূপ মনোভাব থাকা উচিত?	জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। দ্বিতীয় অংশে আবেগিক ডোমেইন অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের কিরূপ মনোভাব থাকা উচিত? এইটি আবেগিক ডোমেইন সংক্রান্ত
বিজ্ঞান	বিশুদ্ধ পানি কাকে বলে? পানি বিশুদ্ধ করার উপায়গুলি বর্ণনা কর।	প্রথমটি জ্ঞানের উপলব্ধি স্তরের। তবে প্রশ্নের গঠন ত্রুটিপূর্ণ। উন্নতমানের প্রশ্নটি নিম্নরূপ হতে পারে – বিশুদ্ধ পানির বৈশিষ্ট্য কি? দ্বিতীয় অংশে বিশুদ্ধ করার উপায়গুলো বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। এই অংশটিও ত্রুটিপূর্ণ। একজন পরীক্ষার্থীকে সবগুলি উপায় বর্ণনা করতে বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রশ্নটির মান উন্নত করতে হলে উপায়গুলির পরিবর্তে, লিখতে হবে যে কোন একটি উপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে থাকলে সেখানে শিক্ষার্থীরা পানি বিশুদ্ধকরণের সহজ একটি পন্থা নিজেরাই হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে শিখতে পারে।
সমাজ	পরিবার বড় হলে কি কি অসুবিধা দেখা দেয়?	জ্ঞানের উপলব্ধি স্তর
	কচি কাঁচার খেলার মাধ্যমে শিশুরা কি কি শিখতে পারে উল্লেখ কর।	জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। উন্নত বিশ্বের প্রাথমিক স্তরের শিশুরা এই প্রশ্নের উত্তর পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে না শিখে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায়।

শিক্ষকবৃন্দ, আপনাদের মনে রাখতে হবে প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন যেন শিক্ষার্থীদের বয়স এবং শিক্ষার স্তর অনুযায়ী উপযোগী হয়, প্রশ্নের গঠন যেন দুর্বল না হয়, প্রশ্নের ভাষা যেন দুর্বোধ্য না হয়।

আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময় পাঠের শুরুতে যে সমস্ত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনটিই মেনে চলা হয় না। তবু আমাদের পদক্ষেপগুলোর কথা জানতে হবে। তিনটি ডোমেইন এর উপর নির্ভর করে প্রশ্নপদ ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা

তৈরি করেন না। তবে ছকটির মধ্যকার উদাহরণগুলো পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবেন যে, ডোমেইনের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব।

সম্ভব হলে ডোমেইন ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে আপনি একদল নমুনা পরীক্ষার্থীর উপর এগুলো প্রয়োগ করুন এবং সুবিধা-অসুবিধা সনাক্ত করে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করুন।

দেখবেন ধীরে ধীরে আপনি বেশ উন্নতমানের প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিচের কোনটি উন্নতমানের প্রশ্ন?
   ক. পৃথিবীর আকার কিরূপ? পৃথিবীর গোলকত্বের প্রমাণ দাও
   খ. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার উপকারিতা কি কি?
   গ. দুইটি প্রধান পানিবাহিত রোগের নাম কর ও একটি রোগের চিকিৎসা প্রণালী বর্ণনা দাও
   ঘ. একজন অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য – ব্যাখ্যা কর।

২. কোনটি আবেগিক ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে – ব্যাখ্যা করুন।
   খ. পরিবার বড় হলে কি কি অসুবিধা দেখা দেয়?
   গ. বিশুদ্ধ পানি কাকে বলে?
   ঘ. কোনটি তোমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ – পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া বা অসুস্থ মায়ের সেবা করা?

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মূল্যায়নের জন্য রচনামূলক প্রশ্নপদ তৈরি কয়টি ডোমেইনের কথা মনে রাখতে হবে?
২. অভীক্ষাপদ প্রস্তুত করার সময় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়?
৩. প্রশ্নপদ তৈরি করার পর তা উন্নতমানের হয়েছে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ঘ।

পাঠ ৪ *রচনামূলক অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ রচনামূলক অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ♦ গুরুত্ব অনুসারে মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ণ করতে পারবেন।

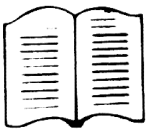

শিক্ষক হিসেবে আমাদের যেমন সঠিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার কলাকৌশল শিখতে হবে ঠিক তেমনি প্রতিটি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার সময় প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত উত্তরের মানের উপর নির্ভর করে নম্বর দিতে হবে।

রচনামূলক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার সময় যেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয় ঠিক তেমনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন বা প্রতিটি উত্তরের সঠিক নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রস্তুতি হিসেবে আপনি নিচের কাজগুলো করতে পারেন।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

- মডেল উত্তর প্রস্তুত করা- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক নম্বর প্রদান করা নিশ্চিত করতে হলে পরীক্ষক হিসেবে আপনাকে আগেই মডেল উত্তর তৈরি করে নম্বর বন্টনের পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। হাতে সময় কম থাকলে আপনি একটি বিকল্প কাজ করতে পারেন: কয়েকটি ভাল উত্তরের মধ্য থেকে একটি মডেল উত্তরের ধারণা তৈরি করতে পারেন।
- পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রগুলো হাতে পেয়ে প্রথমেই আপনি যে কাজটি করবেন তাহল প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরিচয় গোপন করে উত্তরপত্রগুলোতে একটি করে কোড বা সংকেত নম্বর দিন; এই নম্বর অনুসারে খাতা মূল্যায়ন শেষে নম্বর তুলবেন। সব খাতা বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা শেষ হলে আসল পরিচয়ের ভিত্তিতে নম্বর পত্র তৈরি করবেন।
- সবগুলো উত্তরপত্র খুলে একনজর দেখে মান অনুসারে এগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করুন – খুব ভাল, ভাল, মধ্যম, খারাপ, খুব খারাপ।
- এবার এক সারি করে উত্তর পত্রের একই প্রশ্নের উত্তরের মূল্যায়ন করুন। এভাবে সবগুলো সারি মূল্যায়ন করুন।
- কোন প্রশ্নের উত্তরে সন্দেহ দেখা দিলে পাঠ্যপুস্তক খুলে দেখুন, মনে রাখবেন প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের অংশটুকু গুছিয়ে লিখতে পারলেই যথেষ্ট হবে।
- উত্তরের পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে বাকি অংশটুকু স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিন। পরীক্ষার্থী যখন নিজের উত্তরপত্র দেখবে তখন সে সঠিক উত্তরটি শিখে নিতে পারবে। অবশ্য এই কাজটি শ্রেণীর চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় করলে কোন লাভ হবে না।

- মূল্যায়ন কাজ শেষ হলে প্রয়োজনবোধে উচ্চ নম্বর প্রাপ্ত এবং নিম্ন নম্বরপ্রাপ্ত খাতাগুলো আবার যাচাই করুন। দেখে নিল কারোর প্রতি অবিচার হয়েছে কিনা বা কাউকে বেশি নম্বর দিয়েছেন কিনা।

উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে আপনাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে -

বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি একাডেমিক বৎসরে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন সাধারণত তিন প্রকারের হয় –

- প্রারম্ভিক
- গাঠনিক
- চূড়ান্ত

সুতরাং পরীক্ষা যদি গাঠনিক (যেমন- সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ইত্যাদি) প্রকৃতির হয় তবে আপনি মূল্যায়ন শেষে খাতাগুলো আপনার শিক্ষার্থীদের হাতে দেবেন; তারা নিজেরাই দেখবে কোন প্রশ্নের উত্তর কি প্রকৃতির হয়েছে। আপনি সম্পূর্ণ উত্তরের ক্ষেত্রে কি ধরনের সংশোধন করেছেন তাও তারা দেখবে। এভাবে তারা তাদের লিখিত উত্তর উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে। সর্বোত্তম উত্তরটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পড়ে শোনাতে বলতে পারেন। এতে অন্যরা বুঝবে উত্তম উত্তর কিভাবে লিখতে হয়।

আবার পরীক্ষা যদি চূড়ান্ত বা বৎসর শেষের পরীক্ষা হয় তবে পরীক্ষার খাতাগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে যাবে না। সেক্ষেত্রে উন্নতির মানপত্র (report card) এ আপনি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট মন্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং তার অভিভাবকবৃন্দকে বিষয়ের অগ্রগতি, দুর্বলতা, সবলতা তুলে ধরবেন।

অত্যধিক নম্বর এবং খুব খারাপ নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের খাতা একই বিষয়ের অন্য একজন পরীক্ষার্থীকে দিয়ে দ্বিতীয়বার মূল্যায়ন করিয়ে নিলে ভাল হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিচের কোনটি সত্য?
   ক. চূড়ান্ত মূল্যায়নের খাতা শিক্ষার্থীদের দেখান উচিত
   খ. গাঠনিক মূল্যায়নের সময় সংশোধিত উত্তরপত্র নিয়ে আলোচনা করতে হয়
   গ. গাঠনিক মূল্যায়ন কাজে প্রতিদিন রচনামূলক পরীক্ষা নিতে হয়
   ঘ. রচনামূলক অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে খুব কম সময় লাগে

২. উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু করার পূর্বে কোন কাজটি করতে হবে?
   ক. উত্তরপত্রে শিক্ষার্থীর পরিচয় গোপন করতে হবে
   খ. একজন সাহায্যকারী খুঁজে বের করতে হবে
   গ. মূল্যায়ন কাজে প্রধান শিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে
   ঘ. শিক্ষার্থীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন।

২. মূল্যায়ন কাজের পূর্বে মডেল উত্তর তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩. গাঠনিক ও প্রান্তিক পরীক্ষার মধ্যে কোনটির পরীক্ষিত মূল্যায়নপত্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন এবং কেন?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রচনামূলক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করুন।

২. রচনামূলক প্রশ্নে কি ধরনের শব্দ প্রয়োগের মধ্যমে উত্তরের সীমা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত প্রদান করা যায়।

৩. ব্যাখ্যা করুন – রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই মানের উত্তরপত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক ভিন্ন নম্বর প্রদান করতে পারেন।